সিলেট বন বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্রঃ

(Performance of the Sylhet Forest Division:)

- সাম্প্রতিক বছর সমূহের (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ খ্রিঃ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ে) প্রধান অর্জন সমূহঃ

১. সিলেট বন বিভাগে বিভিন্ন ব্যাক্তি/চাবাগানের সাথে বিরোধপূর্ণ ১০০.০ হেক্টর জায়গা জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং জবরদখলকৃত বনভূমী ১০০.০ হেক্টর পুনরুদ্ধার করে বনায়ন করা হয়েছে। ইহাছাড়া মোট ৯০০.০ হেঃ দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী, ৬৫.০ হেক্টর বাঁশ বাগান, ২৫.০ হেক্টর পশুখাদ্যের জন্য ফল ফডার ও মিশ্র বাগান, ৪০.০ হেঃ মূর্তা বাগান, ৪০.০ হেঃ এএনআর (ANR), ৩০ কিঃমিঃ স্ট্রিপবাগান (নতুন) ও ২৫ কিঃমিঃ (২য় আবর্ত) স্ট্রিপবাগান সৃজন করা হয়েছে।

২. সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের মাঝে ১.৯৫৪৮৩ কোটি টাকার হিস্যা বিতরণ করা হয়েছে।

৩. সামাজিক বনায়নের আওতায় ২.৯২৭ হাজার ঘন মিঃ কাঠ উৎপাদন ও ২.২০৬৪ টাকা রাজস্ব অর্জন হয়েছে।

৪. সিলেট বন বিভাগের মাধবকুন্ড ইকোপার্ক, রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান এলাকায় ৭.৪৫৫ লক্ষ জন ভ্রমণকারী তাহাদের চিত্তমনোরঞ্জনের জন্য ভ্রমণ করেছেন।

৫. ১৯ টি বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য ও ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান, টিলাগড় ইকোপার্ক ও রেমা-কালেঙ্গা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এলাকায় পর্যটকদের জন্য অবকাঠামোগত কিছু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭. টিলাগড় ইকোপার্কে বন্যপ্রাণী সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচীর আওতায় বেশকিছু অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এস,আর,সি ডাব্লিউ প্রকল্পের আওতায় সারী রেঞ্জের অধীন রাতারগুল ফরেস্ট এলাকায় একটি পার্ক অফিস ও একটি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।

● সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

১. বন ভুমির সীমানা নির্ধারণ, জবরদখল উচ্ছেদ ও বনভূমির রির্জাভেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করণ।

২. ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ করণ।

৩. নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতে চলমান বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনা করা।

৪. সড়ক, মহাসড়ক, বাঁধ ও রেলের ধারের পতিত ভুমিতে স্থানীয় জনগণের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়নে ভুমি মালিক সংস্থা সমূহ যেমনঃ জনপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনাগ্রহ দূর করা। বিশেষ করে রেলের ধারের পতিত ভূমিতে সৃজিত সামাজিক বনায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ গাছ আহরণ ও পুনঃবনায়নে রেল কর্তৃপক্ষের সম্মতি আদায় করা।

৫. বন ভূমির জবরদখল রোধ করা ও জবরদখলকৃত বন ভূমিতে বনায়নের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা।

৬. সীমিত জনবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট দ্বারা বনজ সম্পদ আঃসংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৭. জরুরী ভিত্তিতে দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ে অভিজ্ঞিতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ প্রদান করা।

৮. দাপ্তরিক ও মাঠ পর্যায়ে সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট (কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, জীপগাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদির ব্যাবস্থা করা।